আজকের কাগজ

তারিখ 10 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ছাত্রীনিবাস সন্ধ্যায় বন্ধ করে ফতোয়াবাজ অধ্যাপকেরা

তসলিমা নাসরিন

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টো ছাত্রীনিবাসের প্রাধ্যক্ষ ছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটি শুরু হয়েছে এভাবে-'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাস ও শৃংখলা অধ্যাদেশ-এর দ্বিতীয় পর্বের ৪নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে এবং বছরের বাকি সময়ে সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে ছাত্রীনিবাসের প্রবেশদ্বার বন্ধ করা হবে এবং হল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত উল্লিখিত সময়সীমার পর ছাত্রীনিবাসের কোন ছাত্রী ছাত্রীনিবাসের বাইরে থাকতে পারবে না। ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এই নিয়ম দীর্ঘদিন যাবৎ চালু রাখা হয়েছে। কিন্তু ইদানীং কিছু ছাত্রী বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে ছাত্রীনিবাসের প্রবেশদ্বার রাত ন'টা পর্যন্ত এবং কোন কোন সময় রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত খোলা রাখার দাবি জানাচ্ছে।...' প্রথমেই অবাক হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য হলে ফিরবার সময় বাধা হয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কিন্ডারগার্টেনের শিশু নয়। তারা রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না, পথ পেরোতে গাড়ি চাপা পড়বারও ভয় নেই, (সাধারণত শিশুদের জন্য যে ভয়টি থাকে), তারা প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে, নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তাছাড়া তাদের যদি ইচ্ছে করে লাইব্রেরিতে লেখাপড়া করতে, যে লাইব্রেরি রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে, যেখানে সহপাঠী ছেলেরা লেখাপড়া করতে পারছে; তাদের যদি ইচ্ছে করে কোনও বন্ধু অথবা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় বেড়াতে-গল্প করতে? অথবা কারও সঙ্গেই নয়, একটি মেয়ের ইচ্ছে করতেই পারে একা একা সন্ধ্যেটা হেঁটে বেড়াতে, কোথাও বসে ধোঁয়া ওঠা চা খেতে, মানুষের জীবনে এ রকম ইচ্ছে করতেই পারে। মানুষ মুরগী নয় বা গরু-ছাগল নয় যে সন্ধ্যে হলেই ওদের খোঁয়াড়ে ঢোকানো হবে। যদি ছেলেদের হলকে এরকম খোঁয়াড় বানানো হয় ওরা কি মানবে? আমি নিশ্চিত ওরা মানবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কি ছাত্রদের সমান মেধাবী নয়, তারা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু নিচু স্তরের লেখাপড়া করছে? নিশ্চয়ই না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে কারা? নিশ্চয়ই মেধাবী, সংস্কারমুক্ত, উচ্চকাঙ্ক্ষী মেয়েরা। তাদের সম্পর্কে এমন আপত্তিকর উক্তি করবার অধিকার কোনও প্রাধ্যক্ষের থাকা উচিত নয়। অথচ প্রাধ্যক্ষ লিখেছেন 'কিছু ছাত্রী বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে ছাত্রীনিবাসের প্রবেশদ্বার রাত ন'টা পর্যন্ত এবং কোন কোন সময় রাত দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত খোলা রাখার দাবি জানাচ্ছে।' আমি একজন নারী, নারীর এই অপমান আমার গায়েও এসে লাগে। আমি মনে করি যে, কোনও সুস্থ সচেতন নারীর জন্য এ এক চরম অপমান। ছাত্রীরা অজুহাত দেখায়, ছাত্র-ছাত্রীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে তারা দাবি তোলে...প্রাধ্যক্ষের কথায় মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীর সমান অধিকারের দাবি যেন খুব অন্যায় একটি ব্যাপার। যেন যারা এই দাবি তোলে তারা পাপী, তারা এই সমাজের চোখে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অত্যন্ত গর্হিত কাজটি করে। প্রাধ্যক্ষেরা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বসে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবিকে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা করছেন না। চিঠিতে আরও লেখা 'ঢাকায় চাকরি করা অথবা টিউশনি করে ফিরতে দেরী হওয়া, ছেলেদের ন্যায় রাত্রি পর্যন্ত লাইব্রেরিতে পড়ালেখা করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অথচ বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের নাম করে রাত দশটা-বারোটা পর্যন্ত হলের বাইরে থাকা এবং অনুষ্ঠানে না গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত লোকালয়ের বাইরে আবাসিক এলাকায় আনাচে-কানাচে একত্রে বসে সময় কাটানোতে ব্যস্ত থাকে। আবাসিক এলাকায় এসব কর্মকাণ্ড চোখে পড়া ক্যাম্পাস কমিটি বেশ কিছুদিন আগে লিখিতভাবে আপত্তি জানিয়েছে।' ঢাকায় টিউশনি করা, লাইব্রেরিতে পড়ালেখা করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার অধিকার যেমন ছাত্রীদের আছে, তেমন অধিকার আছে কারও সঙ্গে নির্জনে বসে আবাসিক এলাকার বাইরে গিয়ে প্রকাশ্যে অথবা আনাচে-কানাচে বসে বন্ধু বা প্রেমিকের সঙ্গে গল্প করবার। তাদের কেন কিছু একটার 'নাম করে' বাইরে যেতে হবে, কেন তাদের যেখানে খুশি সেখানে যাবার অধিকার থাকবে না? লোকালয়ের বাইরে আবাসিক এলাকায় আনাচে-কানাচে বসে গল্প করাকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে দেখছেন কর্তৃপক্ষ। মেয়েদের যদি ইচ্ছে করে কারও সঙ্গে আনাচে-কানাচে বসে গল্প করতে, তবে কেন কর্তৃপক্ষ বাধা দেবেন? তাঁরা কি ছাত্রদের কোনও আনাচে-কানাচে যেতে বাধা দেন? আমি মনে করি ছাত্রীদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেই।

ছাত্রীদের নিরাপত্তা কারা বিঘ্নিত করে? ছাত্ররা? যদি ছাত্ররা ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, প্রথম জানতে হবে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও অভিযোগ করছে কিনা। যদি না করে থাকে তবে কি কর্তৃপক্ষ আগ বাড়িয়ে তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছেন? যদি অভিযোগই ওঠে যে, ছাত্রদের কারণে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নষ্ট হচ্ছে, এর প্রতিকার কি ছাত্রীনিবাস সন্ধ্যা বেলায় বন্ধ করে দিয়ে করা উচিত? নাকি অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত? আমি নিশ্চিত যে কোনও বিবেকবান যুক্তিবাদী মানুষই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াই সংগত বলে মনে করবেন। অথবা ছাত্র না হয়ে অন্য কোনও বহিরাগত সন্ত্রাসী দ্বারা যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় আমি মনে করি, কর্তৃপক্ষের উচিত হবে নিরাপত্তা বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া। এই সমস্যার সমাধান ছাত্রীদের খোঁয়াড়ে পুরে হবে না। হওয়া সম্ভব নয়।

আমি শুনেছি বিজ্ঞান শাখার ছাত্রীরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করে এসে বা পরীক্ষার আগে আগে লাইব্রেরিতে পড়ালেখা করবার প্রয়োজন অনুভব করে কিন্তু তাদের পক্ষে এ কাজ সম্ভব হয় না, যদিও ছাত্রদের বেলায় তা সম্ভব। ছাত্রীরা যদি লাইব্রেরিতে যেতে চায় তাদের লিখিত অনুমতি নিতে হয় হল কর্তৃপক্ষ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য এই হয়রানির কোনও অর্থ হয় না। ছাত্রীদের দ্বারা এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অঘটন ঘটেছে বলে শুনিনি। কিন্তু যে ছাত্রদের দ্বারা ঘটেছিল, তারা বহাল তবিয়তে আছে, তাদের হলে ফিরবার কোনও সময় বেঁধে দেয়া হয়নি। যারা অনিষ্ট করে না, ওদেরই পোরা হচ্ছে বন্দিশালায়। নিরাপত্তার নামে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি নিরাপত্তার নামে মেয়েদেরই বন্দি করবার ব্যবস্থা নেন, তবে কি এরকমই নিয়ম হওয়া উচিত যে, সব নিরীহ এবং নির্যাতিতদের বন্দি করে সন্ত্রাসী এবং নির্যাতনকারীদের ছেড়ে দেয়া উচিত সমাজে? এতে কি মূল সমস্যা সমাধান হয়?

ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ যত ভাবছেন, ছাত্রীরা তত ভাবছে না। কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্রদের যে সুবিধা দেয়া হয় একই রকম সুবিধা ছাত্রীদের দেয়া, ছাত্রীদের মেধা ও প্রতিভার সম্মান দেয়া, ছাত্রীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা, এসব না করে নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে উল্টো তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে-যা নিঃসন্দেহে মানবতাবিরোধী কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অভিভাবকদের সঙ্গে ছাত্রীদের হল বন্ধের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন ছাত্রীনিবাস প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। অভিভাবক ডেকে ছাত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁরা কথা বলতে চান, কিন্তু যে দেশে অভিভাবকেরা মেয়েদের লেখাপড়াই করতে দিতে চান না, বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা রীতিমত সংগ্রাম করে পড়তে আসে, সেখানে অভিভাবকের কাছে ছাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা নিশ্চয়ই অভিভাবকদেরও উদ্বিগ্ন করা। এর ফলে নিজেদের কন্যাদের তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আর উৎসাহী হবে না। এ কি সমাজের জন্য ভাল হল না মন্দ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, আপনারা আন্দোলন করুন। কেবল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসের জন্য যেন কোনও নির্দিষ্ট সময় না থাকে হলে ফিরবার। যেন কোনও কারণ দর্শাতে না হয় কেন ছাত্রীরা বাইরে যাবে, কেন কারও ফিরতে রাত হবে। অঘটন যদি ঘটে সেটা দিনের বেলাও ঘটতে পারে। রাষ্ট্রের মানুষদের নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব সরকারের। প্রয়োজনে সরকারের কাছে সেই দাবি জানানো হবে, ছাত্রীনিবাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সেই দায়িত্ব নিয়ে মেয়েদের হলবন্দি করা মানে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা নষ্ট করা। ছাত্রীরা নিজেদের অপমানিত হতে আর দেবে না, এ আমি আশা করি, বিশ্বাস করি। ছাত্রীনিবাস সন্ধ্যায় বন্ধ করবার ফতোয়া দেয় যে অধ্যাপক বা পরিচালকেরা, তাদের সঙ্গে মূলত কোনও পার্থক্য নেই দেশব্যাপী নারী হত্যাকারী ফতোয়াবাজ মওলানাদের। পার্থক্য একটিই, মওলানারা পরে পাজামা-পাঞ্জাবি টুপি, আর অধ্যাপকেরা পরে শার্ট প্যান্ট। দেখতে মানুষের মত লাগে, অথচ ভেতরে তারা সবচেয়ে অমানুষ।

তসলিমা নাসরিন : লেখক, প্রাবন্ধিক।

কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্রদের যে সুবিধা দেয়া হয় একই রকম সুবিধা ছাত্রীদের দেয়া, ছাত্রীদের মেধা ও প্রতিভার সম্মান দেয়া, ছাত্রীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা, এসব না করে নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে উল্টো তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে—যা নিঃসন্দেহে মানবতা বিরোধী কাজ।